তারিখ 12 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৬

সমকাল

প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগে বাধা নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে প্যানেলভুক্তদের নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিল খারিজাদেশ রিভিউ চেয়ে করা আবেদনও খারিজ করেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে প্যানেলভুক্ত এই শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে আইনগত আর কোনো বাধা রইল না।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার লিভ টু আপিল খারিজের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা রিভিউ আবেদন খারিজ করেন। এর ফলে রিটকারী প্যানেলভুক্ত ১০ শিক্ষকসহ অন্যদের নিয়োগের পথ আরও সুগম হয়েছে বলে জানিয়েছেন মামলার অন্যতম আইনজীবী মো. ছিদ্দিক উল্যাহ মিয়া। তিনি জানান, প্যানেলভুক্ত এই ১০ শিক্ষকের বাইরেও পৃথক ৪৯০টি রিট আবেদন এর আগে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের নির্দেশ দেন। এসব রিট আবেদনকারীর সংখ্যা ১৫ হাজার হতে পারে। তবে রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করীম সাংবাদিকদের বলেন, বিলম্ব হওয়ায় আপিল বিভাগ পর্যবেক্ষণ দিয়ে রিভিউ আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন। এ রায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে সরকারের নীতি বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলবে না বলে আদালত পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন।

রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়

আদালতে শিক্ষকদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, আবদুল বাসেত মজুমদার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করীম।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উপজেলাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তির ৩ নম্বর শর্তে উল্লেখ করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনের একটি প্যানেল প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২০১২ সালের ২১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর এক পরিপত্রে ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের কথা জানায়। এরপর ২০১৩ সালে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। তখন নিয়োগবঞ্চিত ও প্যানেলভুক্ত মো. শফিকুল ইসলাম জুয়েলসহ নওগাঁর ১০ প্রার্থী ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। ওই রিটে ২০১৪ সালের ১৮ জুন তাদের নিয়োগ দিতে এবং ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত। এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা সুপ্রিম কোর্টে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। গত বছরের ৭ মে ওই লিভ টু আপিল খারিজ হলে রিভিউ চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।